যুগান্তর

তারিখ ০২ JUL 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ড. হিমাদ্রী শেখর রায়

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় যে কথা বলা দরকার

বর্তমানে দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্ত পরিস্থিতির ধরন এক একরকম। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিন্নতর। সরকারপন্থী শিক্ষকদের একাংশ মাননীয় উপাচার্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ এনেছেন। কী ঘটেছিল তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা সবাই অবগত। অতি দ্রুত আন্দোলনরত শিক্ষকরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করলেন। উপাচার্য মহোদয় দু'মাস ছুটি নিলেন বা ছুটি নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এসবের কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? উপাচার্য নিয়োগ দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে। ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই সেভাবেই প্রফেসর ড. মো. আমিনুল হক ভূঁইয়া শাবিপ্রবিতে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই তাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন এক সময়ে তিনি উপাচার্য হয়ে এখানে আসেন যখন দেশে এক অরাজক পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। যতদূর শোনা যায়, অনেকেই তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে আসতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। ক্যাম্পাসে তখন প্রতিক্রিয়াশীলদের অবাধ বিচরণ। সবাই উদ্বিগ্ন কখন কী ঘটে।

অত্যন্ত সাহসিকতা ও ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ক্যাম্পাস যখন সুন্দরভাবে চলছে ঠিক তখনই কেন এ অস্থিরতা? উপাচার্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা সত্য হলে অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু এ কারণে পদত্যাগের দাবি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারপন্থী শিক্ষকদের একাংশের এই দাবি সমগ্র দেশবাসীকে ভুল বার্তা দিতে পারে। অনেকেই ধারণা করবে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ না করতে পেরে কেউ কেউ উপাচার্য মহোদয়কে সরিয়ে দিতে চাইছেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন উপাচার্য যদি কোনো অসদাচরণ করেন, তাহলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষ মাননীয় আচার্য অর্থাৎ মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা যেত যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। সেটা না করে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি অনেকের মনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়রা যখন দুর্নীতি, অনিয়ম, নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি, নারী কেলেংকারিসহ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত তখন শাবিপ্রবির উপাচার্যের বিরুদ্ধে এরকম কিছু শোনা যায়নি।

আমি শাবিপ্রবির একজন শিক্ষক সে কারণে উপাচার্য মহোদয়কে কাছ থেকে দেখা ও জানার একটু সুযোগ হয়েছিল। স্পষ্টভাষী ও সদালাপী, যেটা বলেন সঙ্গে সঙ্গেই সেটা করেন এবং কারও সামনে একরকম আর পেছনে আরেক রকম— এমনটি করেন না। তবে তিনি সব সময় যে ঠিক আচরণ করেছেন এমনটিও নয়। কোনো ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি উপলব্ধি করে চেষ্টা করেছেন টেলিফোন করে বা কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে তা মিটিয়ে ফেলার। একজন মানুষ যখন ভুল স্বীকার করেন বা বুঝতে পারেন, তখন মানবিক কারণেই তাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা উচিত। আমরা কি এতই নিষ্ঠুর!

উপাচার্য আসবেন, উপাচার্য যাবেন; কিন্তু যে অভিযোগে তার পদত্যাগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তা মোটেও অভিপ্রেত নয়। এক একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি একেক রকম। কেউবা উপাচার্য পদটিকে কোনো প্রটোকলের মধ্যে রাখতে চান না, আবার অনেকে এ ব্যাপারে বেশ সচেতন ও কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা অনেকে হয়তো উপাচার্যকে পতাকা উড়িয়ে আমলাদের মতো আচরণ করতে দেখতে অভ্যস্ত নই। তবে এটা এক একজন ব্যক্তির নিজস্ব রুচি। আমার সেটা ভালো লাগতে না পারে, আবার লাগতেও পারে— তাই বলে এটা কোনো অপরাধ নয়। তাছাড়া যে অভিযোগে উপাচার্য অভিযুক্ত সেই একই অভিযোগে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে করতে অপর কয়েকজন শিক্ষক গিয়েছিলেন উপাচার্যের কাছে। আমরা শিক্ষকরা যখন একে অপরের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলি, তখন কি আমরা আমাদের পদত্যাগের কথা ভাবি? ভাবি না। ছাত্ররা সাধারণত বিভিন্ন দাবিতে উপাচার্য বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে আন্দোলন করে। বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে এমনটি ঘটেনি। ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও উপাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠেনি। বরং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন দিবসের আনুষ্ঠানিকতায় ভিন্ন মাত্রা/নতুনত্ব আনার ব্যাপারে

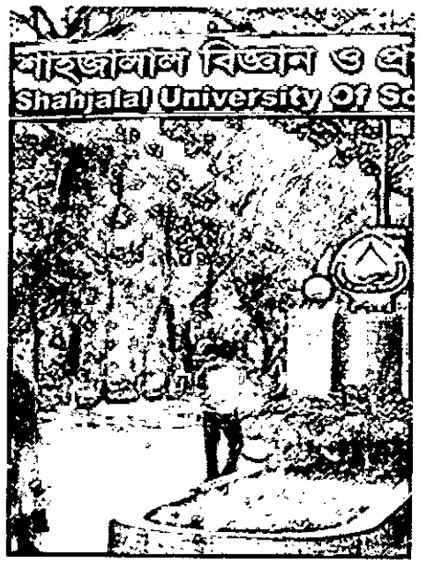

তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। কয়েকটি অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো হয়েছে অনেকটা উপাচার্য মহোদয়ের ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে। ১ বৈশাখের দিন শাবিপ্রবি ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাংলা বিভাগের নববর্ষ উদ্‌যাপন, ইংরেজি বিভাগের পান্তা-ইলিশ ভোজ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি— সবকিছুতেই তার অংশগ্রহণ ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। মূলত যে বিষয়টি নিয়ে সমস্যার উদ্ভব সেটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো বিভাগের ক্লাসরুম ও শিক্ষক রুম সংকট। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি ক্লাস দিতে হয় বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে। অথচ এ দুই বিভাগ চরম বৈষম্যের শিকার। অন্য কয়েকটি বিভাগেও এ সমস্যা বিদ্যমান। অধ্যাপকরা যেখানে বসার রুম পান না, সেখানে অনেক বিভাগের সদ্য যোগদানকৃত প্রভাষকরা একক রুম পাচ্ছেন। এ ক্ষোভ এখন প্রকাশ্যে। এ সমস্যার সমাধান অপরিহার্য।

জায়গা নিয়ে সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন কিছু নয়; তবে সবাই মিলে এ সমস্যা ভাগাভাগি করে নিতে হবে। বৈষম্য যত বাড়বে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ততোই ঘটবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হিসেবে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কেই এর দায়ভার নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম কোনোভাবেই এক মিনিটের জন্যও যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে সবার খেয়াল রাখতে হবে। সবার ঐকান্তিক চেষ্টা, আন্তরিকতা ও সরকারের সঠিক নির্দেশনা নিয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাক— এ কামনা করি।

ড. হিমাদ্রী শেখর রায় : *প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ ও সাবেক প্রক্টর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়*